2 3 … 2013
৮

ঢাবিতে ভর্তিচ্ছু ১৪ শিক্ষার্থীকে পুলিশে সোপর্দ

পরীক্ষায় জালিয়াতি

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে ১৪ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে আটক করেছে কর্তৃপক্ষ। আটককৃতদের শাহবাগ, রমনা ও লালবাগ থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। জালিয়াতির সাথে একাধিক বড় চক্র জড়িত বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে জালিয়াত চক্রের কাউকে প্রাথমিকভাবে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

ঢাবিতে ভর্তিচ্ছু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আটক করা যায়নি।

গতকাল শুক্রবার অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ঐ শিক্ষার্থীদের আটক করা হয়। তারা মোবাইল, ব্লুটুথ ও ক্ষুদে বার্তা সংযুক্ত ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে জালিয়াতির আশ্রয় নেয়।

এ বছর ক ইউনিটের এক হাজার ৬১৮ আসনের বিপরীতে ৭০ হাজার ৯৩৪ জন ভর্তিচ্ছু অংশ নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আমজাদ আলী জানান, পরীক্ষার হলে জালিয়াত চক্রের মাধ্যমে অসদুপায়ের আশ্রয় নেয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ঐ শিক্ষার্থীদের আটক করা হয়েছে।

আটককৃতদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোকাররম ভবন কেন্দ্র থেকে মো. ইসলাম, বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ কেন্দ্র থেকে সাদিয়া সুলতানা (রোল-৩২৬৮৩৭) ও রাকেশ ভৌমিক (রোল-৩২৮১৭১), টিচার্স ট্রেনিং কলেজ কেন্দ্র থেকে অনুচন্দ্র শীল (রোল-৩৪১৭৩৭), মো. আতিকুর রহমান (রোল-(৩৪১৭৪৭), জাহিদা জামান জুই (রোল-৩৪২২০৩), গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ কেন্দ্র থেকে মেহেদী হাসান (রোল-৩৩১৪৬৭), গোলাম শাহরিয়ার শাওন (রোল-৩৩১২৭৪), মোজাম্মেল হক মোল্লা (রোল-৩৪৪৯৯৪), সিদ্ধেশ্বরী কলেজ কেন্দ্র থেকে এ এস এ রাকী বিশ্বাস, বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র থেকে বাশেরুল হাসান, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল থেকে মো. জুয়েল রানা, অগ্রণী স্কুল থেকে অমৃত সরকার ও ঢাকা সিটি কলেজ কেন্দ্র থেকে রেজাউর রহমান নামে এক পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়। আটককৃতদের সঙ্গে পরীক্ষার হলে দায়িত্বরত প্রত্যবেক্ষক (ইন্সপেক্টর) ও কলেজ শিক্ষক, কর্মচারী, ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ নিয়ে এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ২৬ জন ভর্তিচ্ছু জালিয়াতির অভিযোগে ধরা পড়ল। তবে পুলিশে সোপর্দ করার পর নানা উপায়ে আগে আটককৃতরা ছাড়া পেয়ে গেছেন। আর প্রায় প্রতি ভর্তি পরীক্ষার সময় জালিয়াতি হলেও এর পেছনের আসল জালিয়াত ও পরিকল্পনাকারীরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে ড. আমজাদ আলী বলেন, জালিয়াত চক্রকে খুঁজে বের করতে পুলিশকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ও নিজস্ব উপায়ে চেষ্টা করছে। কিছু অভিযোগ ও তথ্য পেয়েছি। সেগুলো খতিয়ে দেখছি। আটককৃতদের পরীক্ষা বাতিল করার সুপারিশও করা হয়েছে বলে তিনি জানান।